বিসিএস প্রস্তুতি : বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি গাইডলাইন (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

যেকোন চাকরীর পরীক্ষা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাতেও সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে। বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বলতে মূলত বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীকে বোঝায়। আপনার বিসিএস ক্যাডার স্বপ্ন পূরণে এই ২ টি বিষয়ের গুরুত্ব অনেক। যেহেতু সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত করতে অনেক বেশি মুখস্থ নির্ভর হতে হয় তাই সঠিক পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতিই পারে আপনার বিসিএস প্রস্তুতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে।

আজকের আর্টিকেল থেকে জেনে আমরা নিব বিসিএস বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সিলেবাস (bcs syllabus) ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শঃ

এই আর্টিকেলে আছেঃ

⇒ বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলী প্রস্তুতি

⇒ বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী প্রস্তুতি

বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলী প্রস্তুতি গাইডলাইন (BCS preparation bangladesh)

বিসিএস প্রিলি পাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাংলাদেশ বিষয়াবলী। বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলী সিলেবাস অনুযায়ী এই বিষয় থেকে মোট ৩০ নম্বরের প্রশ্ন হয়ে থাকে।যেহেতু বিসিএস লিখিত পরীক্ষায়ও এখান থেকে বিসিএস

প্রশ্ন হয়ে থাকে তাই কৌশল অবলম্বন করে বাংলাদেশ বিষয়াবলী প্রস্তুতি (BCS Preparation) নিতে হবে।

বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলী সিলেবাস ও মানবন্টন

বাংলাদেশ বিষয়াবলী (মোটনম্বর ৩০)

রেফারেন্স বুকঃ

- ইতিহাস,ভূগোল, পৌরনীতি (৯ম-১০ম বোর্ড বই)
- বাংলাদেশ বিষয়াবলী- আব্দুল হাই
- বাংলাদেশের সংবিধান -আরিফ খান
- সংবিধান,সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি-মোঃ আব্দুল হালিম
- বিসিএস স্পেশাল ম্যাপ-মনির আহমেদ
- সাধারণ জ্ঞান- MP3 সিরিজ/প্রফেসর'স/ ওরাকল

এছাড়াও সাম্প্রতিক সব বিষয়ে ধারণার জন্য নিয়মিত **মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স**, **অর্থনৈতিক সমীক্ষা** ও **দৈনিক সংবাদপত্র** ভাল ভাবে পড়তে হবে।

সিলেবাস ও মানবন্টনঃ

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী- (৬ নম্বর)

- প্রাচীন থেকে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসঃ ভাষা আন্দোলন
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন
- ছয় দফা আন্দোলন ১৯৬৬

- গণ-অভ্যুত্থান ১৯৬৮ – ১৯৬৯
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
- অসহযোগ আন্দোলন
- ৭মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ – স্বাধীনতা ঘোষণা
- মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলী
- মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল – মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তি বর্গের ভূমিকা
- পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ- (৩ নম্বর)

- শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখী করণ
- খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা- (৩ নম্বর)

- আদমশুমারি
- জাতি – গোষ্ঠী – উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী

বাংলাদেশের অর্থনীতি- (৩ নম্বর)

- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী
- জাতীয় আয় – ব্যয়
- রাজস্বনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য- (৩ নম্বর)

- শিল্প উৎপাদন
- পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করণ
- গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা
- বৈদেশিক লেন-দেন ও অর্থপ্রেরণ
- ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সংবিধান- (৩ নম্বর)

- প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট
- মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ
- সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা- (৩ নম্বর)

- রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম
- ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পরকাদি
- সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা- (৩ নম্বর)

- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ
- আইন প্রণয়ন
- নীতি নির্ধারণ
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো
- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন- (৩ নম্বর)

- বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
- গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা সমূহ
- জাতীয় পুরস্কার
- খেলাধুলা
- চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

কিছু পরামর্শঃ

☞ প্রথমেই বিগত সালের বিসিএস প্রশ্নব্যাংক সামাধান করবেন এতে করে আপনি সামগ্রিক একটা ধারণা পাবেন।

☞ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পড়ার ক্ষেত্রে ব্যাসিক বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন গণহত্যা ইত্যাদি তথ্য গুলো ভালভাবে পড়বেন। তাছাড়া সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দিন।যেমনঃ উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট, পরিকল্পনা, বৈশ্বিক কোন বিজয় ইত্যাদির খবরাখবর জানতে নিয়মিত সংবাদ পত্র পড়ুন।

☞ বাংলাদেশ জাতীয় বিষয়াবলীর জন্য প্রথমে ৯ম-১০ম বোর্ড বইটি ভাল করে পড়ে নিবেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি পড়ার ক্ষেত্রে Bangladesh Economic Review and 5 years Plan এই দুটি তথ্য ছক ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে পড়তে পারেন।

☞ বাংলাদেশের সংবিধান পড়ার ক্ষেত্রে ডাইজেস্ট / বাংলাদেশ সংবিধান ফলো করতে পারেন।মূলত সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, সংবিধানের সংশোধন সমূহ ইত্যাদি ভাল ভাবে পড়বেন। এতে আপনার লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি এগিয়ে থাকবে।

☞ বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস যেহেতু অনেক বড় একটি সিলেবাস তাই বিগত বছরের প্রশ্নব্যাংক ভাল ভাবে এনালাইসিস করুন।

☞ পরীক্ষার আগের ২/৩ মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভালভাবে পড়ুন এবং যত পারেন BCS Model Test দিয়ে নিজের অবস্থান যাচাই করুন।

সবশেষে,বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বাংলাদেশ বিষয়াবলী অংশে থাকে। তাই এতে ভালো করতে হলে সমসাময়িক খবরাখবর তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। বিসিএস প্রিলিতে বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে কমপক্ষে ২২-২৫ মার্কস রাখার চেষ্টা করুন।

আরও পড়ুনঃ বিসিএস প্রস্তুতি : বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি গাইডলাইন (সাধারণ গণিত ও মানসিক দক্ষতা)

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বিসিএস প্রস্তুতি গাইডলাইন (BCS preparation international affairs)

একজন বিসিএস ক্যাডারের বাংলাদেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক তেমনি আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কেও ধারণা থাকা চাই। বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের অন্যতম স্থান দখল করে আছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি। বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী থেকে ২০ নম্বরের প্রশ্ন হয়ে

থাকে। যেহেতু এই বিষয়ে অনেক বেশি তথ্য মাথায় রাখতে হয় তাই সঠিক পরিকল্পনা করে বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সিলেবাস ও মানবন্টন

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী – মোটনম্বর ২০

রেফারেন্স বুকঃ

- MP3 / প্রফেসর'স
- আজকের বিশ্ব (বাংলাদেশ বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

এছাড়াও প্রিলিমিনারির পাশাপাশি রিটেনের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক লেভেলের কিছু বই সংগ্রহে রাখা উচিত।

- মাধ্যমিক ইতিহাস [৯ম-১০ম]
- মাধ্যমিক ভূগোল [৯ম-১০ম]
- মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান [৯ম-১০ম]
- ৯ম-১০ম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির -মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি বই

সিলেবাস ও মানবন্টনঃ

- বৈশ্বিক ইতিহাস,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি- (৪ নম্বর)
- আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক- (৪ নম্বর)
- বিশ্বের চলমান ও সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ- (৪ নম্বর)
- আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি- (৪ নম্বর)

- আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি- (৪ নম্বর)

বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও লাইভ এক্সাম ফ্রিতে দিতে "হ্যালো বিসিএস" এপ ডাউনলোড করুন।

বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে কিছু পরামর্শ:

☞ বিগত ৩৫-৪৩ বিসিএস পর্যালোচনা করে দেখে গেছে যে বৈশ্বিক ইতিহাস,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি থেকে ৫৫টি,আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি থেকে ৫৩ টি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক থেকে ১৯ টি ,আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি থেকে ১৭টি এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ ১১টি প্রশ্ন এসেছে।তাই পড়ার ক্ষেত্রে এই সিরিয়ালটি বজায় রাখুন।

☞ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী পড়ার ক্ষেত্রে সদর দপ্তর / প্রধান কার্যালয়, প্রণালি/ সীমানা / বিরোধপূর্ণ অঞ্চল, জাতিসংঘ, সংস্থা ও পরিবেশ এই বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব দিন।

☞ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল,ধরণ, কার্যক্রম,প্রধান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাকালীন ও বর্তমান সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি নোট করে পড়ার চেষ্টা করুন।

☞ বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক নাম, অঞ্চল, রাজধানী,মুদ্রা, বিভিন্ন চুক্তি /প্রোটকল/কনভেনশন ইত্যাদি ভালভাবে পড়ুন।

☞ বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ এখান থেকে যে কয়টা প্রশ্নই আসুক না কেন আপনি সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা, শীর্ষ সম্মেলন ও সূচক ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন।

☞ পড়ার সময় খাতায় সংক্ষিপ্ত আকারে নোট করতে পারেন, যাতে পরীক্ষার আগে একনজর দেখে নিতে পারেন।

সবশেষে বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্ন এনালাইসিস করলে এবং উপরের টপিক গুলো ভালভাবে পড়লে আপনি এই বিষয়ে ১২-১৪ মার্কস আশা করতে পারেন।

বিসিএস বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি গাইডলাইন নিয়ে আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।